বর্তমান সরকার কৃষিতে বিপ্লব ঘটিয়েছে –জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেছেন, ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে বিঘাপ্রতি থেকে ৭ মনের বেশি ধান পাওয়া যেতনা। আজকে উন্নত বিজের মাধ্যমে ৩০ মন পর্যন্ত ধান পাওয়া যাচ্ছে। আজ গ্রাম শহরে পরিণত হয়েছে। গ্রামে বসেই মানুষ শহরের সকল সুবিধা পাচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে কৃষি ফসল মাঠ থেকে ট্রাকে করে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো যায়। এর ফলে কৃষিতে ব্যাপক বিপ্লব ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার বিকালে আমঝুপি বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আমঝুপি ইউনিয়ন কৃষকলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে এ কথা বলেন।

ফরহাদ হোসেন বলেন, আজ সারা বাংলাদেশে পরিবর্তন ঘটে গেছে। ২০০৮ সালের আগে দেশে সারের যে অব্যবস্থাপনা ছিলো। কৃষকরা ঠিক মত সার পাচ্ছিলেন না, ৬০ টাকা কেজি ইউরিয়া সার কিনেছেন। এমওপি পাওয়া যাচ্ছিলো না। ৯০ টাকা কেজি দরে এমওপি কিনতে হতো। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান বাংলাদেশ কৃষিতে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার কৃষি বান্ধব সরকার।

আমঝুপি ইউনিয়ন কৃষক লীগের আহ্বায়ক মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব আলম শান্তি, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম পানু, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক এ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু, সাধারণ সম্পাদক ও বাড়াদী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন।

সম্মেলন শেষে মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুল হককে সভাপতি এবং সাদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে আমঝুপি ইউনিয়ন কৃষক লীগের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

কোটচাঁদপুরে ২০ জন পঙ্গুর মধ্যে চেয়ারম্যানের হুইল চেয়ার বিতরন

২০ জন দুঃস্থ্য,অসহায় ও পঙ্গুদের মধ্যে হুইল চেয়ার বিতরন করলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা নেসা মিকি।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ থেকে এ চেয়ার দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন,কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দুঃস্থ্য,অসহায় ও পঙ্গুদের মধ্যে হুইল চেয়ার বিতরন করেন,উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা নেসা মিকি। তিনি বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের(এডিপি) অর্থায়নে পরিষদের পক্ষ থেকে দুঃস্থ্য,অসহায় ও পঙ্গুদের জন্য বরাদ্ধ ছিল। যা থেকে ২০ জনের মধ্যে হুইল চেয়ার কিনে তা বিতরন করা হয়।

যার মধ্যে রয়েছে, রুমা খাতুন,খুকি বেগম,লবাই মন্ডল, আব্দুর রশিদ, মনোয়ারা বেগম,নাইম ইসলাম, আরাফাত হোসেন, নাফিস হোসেন,শুকুর আলী, নাহার বেগম,মোমেনা খাতুন,সাইদুর রহমান,মতলেব মিয়া। এ ছাড়া সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে পঙ্গু মানুষ জমি রেজিষ্ট্রি করতে এসে বিপদে পড়েন। এই বিবেচনায় স্থানীয় সাব-রেজিষ্ট্রিকে একটা চেয়ার দেয়া হয়।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ

হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন,উপজেলা প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্চয় কুমার।

দর্শনা পৌর উপ নির্বাচনে মেয়র পদে নৌকা প্রতীক পেলেন আতিয়ার রহমান হাবু

সকল জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে দর্শনা পৌর উপ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন নৌকা প্রতীক পেলেন আতিয়ার রহমান হাবু।

গতকাল বুধবার বিকাল ৪ টায় গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এমপির সরকারী বাসভবন গণ ভবনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা (এমপি)। সভায় সম্মতিক্রমে দর্শনা পৌর উপ-নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আতিয়ার রহমান হাবুকে।

এ দলীয় মনোয়নপত্র দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ.লীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু সহ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, দর্শনা পৌরসভার মেয়র মতিয়ার রহমান মৃত্যু বরণ করায় মেয়র পদ শূন্য হয়ে পড়ে। এ শূন্য মেয়র পদের জন্য উপ-নির্বাচনের ঘোষণা দেন নির্বাচন অফিস। সে লক্ষে আগামী ১৬ মার্চ দর্শনা পৌর সভার মেয়র পদে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ উপ-নির্বাচনে মেয়র পদে

গত রবিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন দর্শনা ইসলাম

পাড়ার প্রয়াত শামসুল ইসলামের ছেলে ও সদ্য প্রয়াত মেয়র মতিয়ার রহমানের সহদর আতিয়ার রহমান হাবু।

আমদহ ইউপি নির্বাচনে আ.লীগের মনোনয়ন পেলেন রওশন আলী টোকন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচনে ৭জনেক টপকিয়ে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেলেন আমদহ ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রওশন আলী টোকন।
আজ বুধবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের সভা শেষে রওশন আলীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

মনোনয়ন পেতে সাত প্রার্থী আবেদন জমা দিয়েছিলেন। বাকি ৬ জন হলেন, বর্তমান চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আনারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক উপ-সমাজ সেবা সম্পাদক এ্যাড. আব্দল্লাহ আল মামুন রাসেল, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান হিরা, আমদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বায়েজিদ আহমেদ সুইট, জেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক সুবাদ আলী এবং আওয়ামী লীগ কর্মী একরামুল হক।

এদিকে, আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোয়নয় জমা দেওয়ার শেষ দিন ধার্য আছে। আগামী ১৬মার্চ দীর্ঘ ১২ বছর পর আমদহ ইউনিয়ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আমদহ ইউনিয়ন নির্বাচনে দলীয়

মনোনয়ন লড়াইয়ে আওয়ামী লীগের ৭ প্রার্থী

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে ৭জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এদের মধ্যে কয়েকটি বিবেচনায় তিন প্রার্থী মনোনয়ন লড়াইয়ে এগিয়ে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

গতকাল সোমবার শেষ দিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মনোনয়ন জমা দেওয়া প্রার্থীরা হলেন- বর্তমান চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আনারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক উপ-সমাজ সেবা সম্পাদক এ্যাড. আব্দল্লাহ আল মামুন রাসেল, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান হিরা, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রওশন আলী টোকন, আমদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বায়েজিদ আহমেদ সুইট, জেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক সুবাদ আলী এবং আওয়ামী লীগ কর্মী একরামুল হক।

আগামীকাল বুধবার আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার বিষয়ক মনোনয়ন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভা শেষে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষনা করা হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, ৭জন মনোনয়ন জমা দিলেও ৩ প্রার্থী এগিয়ে রয়েছেন বলে তারা ধারণা করছেন। এগিয়ে থাকা প্রার্থীরা হলেন বর্তমান চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, এ্যাড. আব্দুল্লাহ আল মামুন রাসেল ও আতিয়ার রহমান হিরা।

গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত কম্বল বিতরণ করেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ

সাহিদুজ্জামান খোকন ।

মুক্তিযোদ্ধা, অসহায় দুস্থ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীসহ মোট দুই হাজার জনের মাঝে এ কম্বল বিতরন করা হয়েছে।

সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে মেহেরপুরের গাংনী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র দাখিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনরুল ইসলাম বাবু, ওয়ার্ড কাউন্সিলন মোতালেব হোসেন,সাবেক ছাত্রনেতা ও পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতুসহ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে ১০কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের শুভ উদ্ভোধন

মেহেরপুর ভৈরব নদ পুনঃখনন (২য় পর্যায়) এর আওতায় মেহেরপুর সদর উপজেলা ও মুজিবনগর উপজেলায় ১০কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ১৬.৮ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের শুভ উদ্ভোধন করা হয়েছে ।

রবিবার বিকাল ৫টার সময় কুলবাড়ীয়া ব্রীজের নিচে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ফিতা কেটে নির্মাণ কাজের শুভ উদ্ভোধন করেন।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগের আয়োজনে ও জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড আব্দুস সালাম, মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ, জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম- সাধারন সম্পাদক

অ্যাড ইব্রাহিম শাহিন, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, জেলা পরিষদ সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা,শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঠিকাদার মোঃ রাহিনুরজামান পলেন ।

মেহেরপুরে শান্তি সমাবেশের কথা জানতেন না চার সহ-সভাপতি

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিএনপির নৈরাজ্যের প্রতিবাদে শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কেও শান্তি সমাবেশে ৮ সদস্যর মধ্যে চার জনই অনুপস্থিত ছিলেন।

গতকাল শনিবার বিকালে শান্তি সমাবেশের মঞ্চে এ চিত্র দেখা যায়। মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমানে ৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে মঞ্চে ছিলেন সভাপতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন। মঞ্চে দেখা যায়নি সহসভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, এ্যাড, ইয়ারুল ইসলাম, জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস ও আব্দুল মান্নানকে।

এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে এ্যাড. মিয়াজান আলী, আব্দুল মান্নান ও এ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম অভিন্ন ভাষায় বলেন, তারা কেউ জানে না এমনকি সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক শান্তি সমাবেশের কথা তাদের জানাননি।

এ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, লিগ্যাল এইড বিষয়ক একটি সেমিনারে ঢাকাতে আছি। মেহেরপুরে থাকলে না জানালেও যেতাম। যেহেতু এটি সেন্ট্রাল প্রোগ্রাম।

আব্দুল মান্নান বলেন, গত বৃহস্পতিবারও আমি সভাপতির সাথে কথা বলেছি অন্য একটি বিষয় নিয়ে। তবে শনিবার শান্তি সমাবেশ করা হবে

আমাকে জানানো হয়নি। আমি শুক্রবারে ঢাকায় এসেছি। জানতে পারলে শান্তি সমাবেশ শেষ করেই ঢাকায় আসতাম।

তবে অপর সহসভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

‘বিএনপির নীতিই হলো দুর্নীতি, শুধু লুটপাট করতে জানে’ - প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি

সারাদেশে বিএনপির ইউনিয়ন পর্যায়ে বিএনপির নৈরাজ্য ও সহিংসতার প্রতিবাদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের নির্দেশনা অনুযায়ী মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।
শান্তি সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি । এসময় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিএনপির নীতিই হলো দুর্নীতি। বিএনপি ক্ষমতাই থাকলে শুধূ লুটপাট করতে জানে। তারা এতিমের টাকা আত্মসাত করে, হাওয়া ভবন ও খাওয়া ভবন তৈরি করে। বিএনপি ক্ষমতাই থাকা অবস্থায় দেশে যে হাহাকার হয়েছে সেটি মানুষ দেখেছে।

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এড ইব্রাহিম শাহিন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, সাবেক দপ্তর সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক

মোমিনুল ইসলাম মোমিন, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড আ খ ম হারুন ইমতিয়াজ বিন জুয়েল, মুজিবনগর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি এনাম হোসেন বকুল, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হাসেম আলী, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, তেঁতুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান শাহজাহান আলী, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, শ্যামপুর ইউপি চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান, আমদাহ ইউপি চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, সাবেক সভাপতি বারিকুল ইসলাম লিজন, পিরোজপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম হোসেন, সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হাসান আসিফ, সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন, ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগ নেতা ও বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদ সভাপতি এস এম আল রাতুল, আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

বিএনপি- জামায়াতের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি সমাবেশ

বিএনপি- জামায়াতের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ বাজারে শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন যুবলীগের আয়োজনে শনিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

এ সময় তিনি বলেন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের পর সারা বিশ্ব বিপদগ্রস্ত। জ্বালানি তেলের মূল্য বেড়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষ

এটা বুঝে কিন্তু বিএনপি জামায়াত তা বুঝে না। তারা এই ইস্যুটিকে সামনে এনে বর্তমান সরকারের পতন চায়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার পতন চেয়ে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায়। ২০১৪-১৫ সালেও এইরকম দাবি তুলে তারা দেশে হরতাল অবরোধ ডাকে। সে সময় বিএনপি-জামায়াত দেশের মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত দেশের শত্রু। তারা স্বাধীনতার শত্রু। একাত্তরে তারা এদেশের স্বাধীনতা চায়নি। জিয়াউর রহমান সেই পরাজিত শক্তিকে, স্বাধীনতার শত্রু জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ২০১৪ সালের মতো যদি আবার বিএনপি জামায়াত নৈরাজ্য চালানোর চেষ্টা করে তাহলে চুয়াডাঙ্গায় জেলা যুবলীগের তা শক্ত হাতে প্রতিহত করবে।

শান্তি সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক জিল্লুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু, আজাদ আলী, হাফিজুর রহমান হাপু, আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ, আলমগীর হোসেন খোকা সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ নেতা মাসুদুর রহমান, দরূদ হাসান, হাসানুল ইসলাম পলেন, জুয়েল জোঃ, রামিম হাসান সৈকত, শেখ রাসেল, খালিদ মন্ডল, দিপুবিশ্বাস, লোকমান, রনি, জামাল, জাকির, নোমান, জনি, লিফটন, বাচ্চু, মোমিন, জিসান, সোহাগ, চুয়াডাঙ্গা পৌর যুবলীগের ৭ নং ওয়ার্ড সভাপতি- আসাদ, সম্পাদক- বিল্পব হোসেন, ৩নং ওয়ার্ড সভাপতি-রানা,সম্পাদক- খানজাহান, শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা,সাংগঠনিক সম্পাদক মাহাফুজুর রহমান সহ ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের নেতাকর্মী।